চতুর্থ অধ্যায়: ঈশ্বরের একত্ব, ধর্মীয় সাম্য ও সম্প্রীতি

প্রশ্ন-১. পৃথিবীর সকল মানুষের মধ্যে নানা দিক দিয়ে পার্থক্য থাকলেও তুমি সবার মাঝেই কোন গুনটির মিল খুঁজে পাও?

উত্তর: পৃথিবীর সকল মানুষের মধ্যেই রয়েছে একই মনুষ্যত্ব।

প্রশ্ন-২. নকুল মন্দিরে, রহমান গির্জায় গিয়ে সৃষ্টিকর্তার নিকট প্রার্থনা করেন। তাদের উপাস্য কে?

উত্তর: নকুল ও রহমানের উপাসনালয় আলাদা হলেও তাদের উপাস্য এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বর।

প্রশ্ন-৩. তোমার বন্ধু খ্রিষ্টাধর্মের অনুসারী। তাঁর প্রতি তুমি কেমন আচরণ করবে?

উত্তর: সকলের সঙ্গে আমরা সম্প্রীতিপূর্ণ আচরণ করব।

প্রশ্ন-৪. যে আমাকে যেভাবে উপাসনা করে আমি তাকে সেভাবেই সন্তুষ্ট করি– এ কথাটি কে এবং কাকে বলেছিলেন? [প্রা.শি.স.প. ২০১৫]

উত্তর : যে আমাকে যেভাবে উপাসনা করে আমি তাকে সেভাবেই সন্তুষ্টি করি– এ কথাটি শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন।

প্রশ্ন-৫. তোমার এলাকার সবাই পরস্পরের প্রতি সমতার দৃষ্টি পোষণ করে। এর ফলে কী হবে?

উত্তর: এর ফলে আমার এলাকায় সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হবে।

প্রশ্ন-৬. ধর্মীয় সাম্য কী?

উত্তর: সকল মত ও পথের মানুষকে সমতার দৃষ্টিতে দেখাই ধর্মীয় সাম্য।

প্রশ্ন-৭. ধর্মীয় সাম্য রক্ষা করে চললে কী প্রতিষ্ঠিত হবে?

[প্রা.শি.স.প. ২০১৬, ২০১৫]

উত্তর: ধর্মীয় সাম্য রক্ষা করে চললে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হবে।

প্রশ্ন-৮. মানুষ মানুষকে কিসের দৃষ্টিতে দেখবে? [প্রা.শি.স.প. ২০১৬]

উত্তর: মানুষ মানুষকে সমতার দৃষ্টিতে দেখবে।

প্রশ্ন-৯. সকল ধর্মের মূলকথা কী? [প্রা.শি.স.প. ২০১৫]

উত্তর: সকল ধর্মের মূল কথা ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়।

প্রশ্ন-১০. পৃথিবীতে প্রচলিত চারটি প্রধান ধর্মের নাম কী?

[প্রা.শি.স.প. ২০১৪, ২০১৫, ২০১৬]

উত্তর: ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্ট ধর্ম।

Teachingbd.com